তারিখ: ২৪ মার্চ ২০১৪

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ

২৩ মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত চতুর্থ পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

প্রাথমিক বিবৃতি

পর্যবেক্ষণের পরিধি

২৩ মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত চতুর্থ পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচন ফলপ্রসুভাবে পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে ইলেকশন ওয়ার্কি গ্রুপ (ইডব্লিউজি) ২৩টি উপজেলার ৬৮০টি কেন্দ্রে মোট ৬৮০ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে (৯১টি উপজেলার মধ্যে)। নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশিত বিভিন্ন উপজেলার ভোটকেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকা থেকে দৈব চয়নের মাধ্যমে কেন্দ্র বাছাই করে ঐসব কেন্দ্রে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়। নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের সকলকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; যাদের অনেকেরই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। ইডব্লিউজি'র এই ব্যাপক-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয় সেগুলো হল: (১) ভোটকেন্দ্র প্রস্তুতকরণ এবং খোলার সময়কাল (Opening of the polling station) পর্যবেক্ষণ (২) ভোটগ্রহণ কার্যক্রম (Voting Operations) পর্যবেক্ষণ (৩) ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের সমাপ্তি (Closing) ও ভোটগণনা (Counting) পর্যবেক্ষণ এবং (৪) ভোটকেন্দ্রের ভেতরের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ।

ইডব্লিউজি'র পরিচিতি

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের ২৯টি প্রতিষ্ঠিত সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের/সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত হয় ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)।

ইডব্লিউজি কিছু অবশ্য পালনীয় আচরণবিধির (code of conduct) দ্বারা পরিচালিত হয়ে সারা দেশে ব্যাপক-ভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইডব্লিউজি জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এডভোকেসি, নির্বাচনী ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নে মতামত প্রদান করে আসছে।

ইডব্লিউজি এর মূল ম্যানডেট অনুযায়ী চতুর্থ উপজেলা নির্বাচনের প্রত্যেক পর্যায় পর্যবেক্ষণ করছে।

ফলাফল

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী চতুর্থ পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচনের দিনে ব্যাপক নির্বাচনী সহিংসতা এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সহিংসতা ছিল উল্লেখ করার মত। অধিকাংশ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলেও সহিংসতার মাত্রার ব্যাপকতার কারণে সার্বিক প্রক্রিয়া নস্যাৎ হয়। পর্যবেক্ষণকৃত ভোটকেন্দ্রসমূহে ভোটপ্রদানের গড় হার (mean average voter turnout) ৬৬.৫%।

ভোটকেন্দ্র খোলার সময়কাল পর্যবেক্ষণ

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, ৯৯% ভোটকেন্দ্র ভোটগ্রহণের জন্য

প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম ও দ্রব্যাদিসহ যথানিয়মে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং ৯৬% ভোটকেন্দ্র সকাল ৮:০০টার মধ্যে ভোট গ্রহণের জন্য তৈরি ছিল। ইডব্লিউজি পর্যবেক্ষিত সকল কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। প্রায় সকল ভোটকেন্দ্রেই (৯৯%) যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের সামনে ব্যালটবাক্সগুলো খালি অবস্থায় খুলে দেখানো হয়েছিল এবং ৯৯% ভোটকেন্দ্রে বাক্সগুলোতে যথাযথভাবে নিরাপত্তা সিল (security seal) লাগানো হয়েছিল। ভোটগ্রহণ শুরুর সময়ে ৫৪% ভোটকেন্দ্রে ১-২০ জন এবং ১৩% ভোটকেন্দ্রে ২০ জনের বেশি ভোটারের লাইন পরিলক্ষিত হয়েছে।

ভোটগ্রহণ কার্যক্রম এবং সহিংসতা

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে কর্মকর্তাগণ দক্ষতার সাথে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন; ৯৬% ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে অত্যন্ত সূচারুভাবে ভোটগ্রহণ করতে দেখা গেছে। বেশিরভাগ ভোট কেন্দ্রের (৮৯%) কক্ষগুলো যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হলেও ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকরা ৯০টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন যেখানে প্রতিবন্ধী ভোটাররা ভোটকেন্দ্রের অবস্থান এবং প্রস্তুতিতে ত্রুটি থাকার কারণে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে সমস্যার সম্মুখীন হন। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ৭৮.৬৫% নারী ভোটকক্ষে নারী ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

চতুর্থ পর্যায়ের এ নির্বাচনে সারাদিনব্যাপী নির্বাচনী সহিংসতা এবং ভোট কার্যক্রমে ব্যাপক অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে; নিচের সারণীতে এসব সহিংসতা এবং অনিয়মের বর্ণনা দেওয়া হল:

সহিংসতা এবং অনিয়ম	ঘটনারসংখ্যা	**যে কয়টি উপজেলায়** ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে
ভোট জালিয়াতি	১৮৪	২৩টির মধ্যে ১৬টি
ভোটকেন্দ্রের ভেতরে সহিংস ঘটনা	১২২	২৩টির মধ্যে ১৯টি
ভোটারদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন	৯২	২৩টির মধ্যে ১৯টি
আইন অমান্য করে নির্বাচনী প্রচারণা	৬৪	২৩টির মধ্যে ১৭টি
ভোটারকে ভোট প্রদানে বাধা প্রদান	১৭	২৩টির মধ্যে ৯টি
ভোটকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা	২৬	২৩টির মধ্যে ১১টি
পোলিং এজেন্টদেরকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া	৭০	২৩টির মধ্যে ১০টি
ভোটকেন্দ্রের ভেতরে গ্রেফতারের ঘটনা	১৪	২৩টির মধ্যে ১০টি
ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকদেরকে গণনা প্রক্রিয়া দেখতে না দেয়া	৩৫	২৩টির মধ্যে ১৬টি

উপরোক্ত সহিংসতার মাত্রা ও গভীরতা বুঝার জন্য ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকগণ বেশ কিছু ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যা নিচে বর্ণনা করা হয়েছে। ইডব্লিউজি সচিবালয় সহিংসতার এসব ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা, স্থানীয় নির্বাচনী কর্মকর্তা এবং উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছে।

- পিরোজপুর সদর উপজেলার ১৮টি কেন্দ্রে ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকদেরকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়; তা সত্ত্বেও তারা কাছাকাছি অবস্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয় এবং দেখতে পায় একজন প্রার্থীর সমর্থকরা ব্যালট পেপার ছিনতাই এবং সেগুলোতে সিল মেরে বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়। ওই উপজেলার অন্য আরেকটি কেন্দ্রে ৯-১০ বছর বয়সী একটি ছেলে ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকের সামনে একজন প্রার্থীর পক্ষে ১৩টি ভোট প্রদান করে।
- আনোয়ারা উপজেলার একটি কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার সহিংসতার আশংকা প্রকাশ করে ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষককে কেন্দ্রের বাইরে যেতে বলেন। পর্যবেক্ষক কেন্দ্রের বাইরে বের হয়ে নিকটবর্তী দুরত্ব থেকে দেখতে পান কিছু লোক কেন্দ্রের ভেতর প্রবেশ করে বেশ কিছু ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়।

- কলারোয়া উপজেলার একটি ভোটকেন্দ্রে একজন ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী বেশ কিছু ব্যালট পেপার নিয়ে ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষক এবং ভোট গ্রহণ কর্মকর্তার সামনে সিল মারেন।
- যশোর সদরের দুটি কেন্দ্রে বেলা দুইটার দিকে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। দুইটার পরে অনেক ভোটার কেন্দ্রে এলে তাদেরকে বলা হয়, 'আপনাদের ভোট দেওয়া হয়ে গেছে'।

উপরোক্ত সহিংসতার ঘটনা সংঘটিত ব্যাপক সংখ্যক ঘটনার একটি অংশ মাত্র; এবং অনেক উপজেলায় ভোটের ফলাফল পরিবর্তনের জন্য এসব জালিয়াতির ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে এসব ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। অধিকন্তু এসব ঘটনার প্রতিটিই ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তা, নির্বাচন কর্মকর্তা, স্বীকৃত পর্যবেক্ষক, প্রার্থীর এজেন্ট এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সামনে ঘটেছে।

ভোটগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষনা ও ভোটগণনা

ভোটগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা এবং ভোট গণনা মোটামুটিভাবে পেশাদারিত্বের সাথে করা হয়। ৯.৭২% ভোটকেন্দ্রে প্রার্থীর এজেন্টগণকে গণনা প্রক্রিয়া নিয়ে প্রতিবাদ বা আপত্তি করতে দেখা গেছে। গণনার পর প্রিসাইডিং অফিসারগণ ১৩.৮৬% কেন্দ্রে নিয়ম অনুযায়ী ফলাফল টাঙ্গিয়ে দেয়নি। দিনের অন্যান্য সময়ে সংঘটিত সহিংসতার কারণে কিছু কেন্দ্রে ভোট গণনা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

পর্যবেক্ষণে বাধা বিপত্তি

অনেকটা আগের মতই ইডব্লিউজি'র কিছু পর্যবেক্ষককে পর্যবেক্ষক কার্ড থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে এবং তাদের দায়িত্ব পালন করতে দেননি। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী প্রিজাইডিং অফিসার পর্যবেক্ষক কার্ডধারী একজন পর্যবেক্ষককে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া থেকে বিরত রাখতে পারেন না। বটিয়াঘাটার একটি ভোটকেন্দ্রে ইডব্লিউজি'র একজন পর্যবেক্ষককে শুরু থেকেই ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তিনি যখন সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারকে পর্যবেক্ষক কার্ড প্রদর্শন করেন, তখন ঐ প্রিসাইডিং অফিসার পুলিশ দিয়ে তাকে কেন্দ্র থেকে জোর করে বের করে দেন। বেলা ১১.৩০ টার দিকে আনোয়ারার একটি ভোটকেন্দ্রে একদল দুস্কৃতিকারী প্রিজাইডিং অফিসারের সাথে ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষককে ২ ঘন্টা একটি কক্ষে আটকে রাখে। এ সময় তার মুঠো ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হলেও পরে ফেরত দেওয়া হয়। আনোয়ারার অন্য একটি কেন্দ্রে ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষক ব্যাপক ভোট জালিয়াতি এবং অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা লিপিবদ্ধ করলে সেগুলো কাউকে না জানানোর হুমকি দেওয়া হয়। পিরোজপুর সদর উপজেলার ১৮টি কেন্দ্র থেকে ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকদেরকে বের করে দেওয়া হয়।

মো. আব্দুলআলীম
পরিচালক

(এটি একটি প্রাথমিক বিবৃতি। অধিকতর তথ্য সম্বলিত বিস্তারিত প্রতিবেদনটি পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।)